অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের চিত্র নিবেদন।

পতিব্রতা

একমাত্র পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

"পতিব্রতা"

কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের (লালগোলা)

"স্পর্শের প্রভাব" উপন্যাস অবলম্বনে

সংলাপ	...	...	৺যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী
গান	...	...	প্রণব রায়
চিত্র শিল্পী	...	...	শম্ভু সিং
শিল্প নির্দ্দেশক	...	...	সুধাংশু চৌধুরী
সুরশিল্পী	...	...	রঞ্জিৎ রায়
নৃত্য পরিকল্পনা	...	...	ব্রজবল্লভ পাল

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **জগদীশ চক্রবর্ত্তী**

অরোরা ষ্টুডিওতে গৃহীত

— ভূমিকালিপি —

রাজ্যেশ্বর	...	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
কালীনাথ	...	...	নরেশ মিত্র
রণেন্দ্র	...	...	ছবি বিশ্বাস
সোনামালী	...	...	রবি রায়
মন্মথ	...	...	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
বিমল	...	...	নীতিশ মুখোপাধ্যায়
তারক	...	...	মিহির ভট্টাচার্য্য
গুপে গুণ্ডা	...	...	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
ক্ষিতীশ	...	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
সুধা	...	...	তপন কুমার
খাতেক আলী	...	...	কুমার মিত্র
ভবেশ	...	...	শৈলেন ব্যানার্জ্জী
মাতঙ্গিনী	...	...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী
জ্যোৎস্না	...	...	অঞ্জলি রায়
সুনীতি	...	...	চিত্রা দেবী
তরলা	...	...	ছায়া
তরলার শাশুড়ী	...	...	বেলারাণী

পতিব্রতা

চিত্রের কাহিনী

জমিদার শিবনারায়ণ দত্ত চৌধুরী আর হরকান্ত বসু, দুজনেই অন্তরঙ্গ বন্ধু। আদর করে বিয়ে দিলেন, শিবনারায়ণ, তাঁর বার বছরের নাতি রণেনের সঙ্গে, হরকান্তের পাঁচ বছরের নাতনী জ্যোৎস্নার। দুপক্ষের কত আমোদ, শুধু সুখী হতে পারলেন না মেয়ের বাবা. তিনি বাল্যবিবাহ পছন্দ করেন না—তারপর, কোথা দিয়ে যে কি হ'ল—শিবনারায়ণ হরকান্তকে জেলে দিলেন। হরকান্ত মারা গেলেন জেলেই, মেয়েকে নিয়ে রাজ্যেশ্বর চলে গেলেন মীরাটে, তার মনে জেগে রইল প্রতিহিংসা—

ষোল বছর পরে, রণেনের ত্রিসংসারে কেউ নেই। দেশে আছে পুরানো চাকর সোণামালী, আর ভবঘুরে পিসতুতো ভাই কালিনাথ। রণেন থাকে কলকাতায়, দেশে বড় একটা আসে না।

রাজ্যেশ্বর গাঁয়ের মায়া কাটাতে পারেন নি, তাই স্ত্রী মারা যাবার পর শেষ বয়সে মেয়েকে, আর ছোট ছেলে, সুধাকে নিয়ে ফিরে এলেন গাঁয়ে—

রণেন তার শ্বশুর আর স্ত্রীর অনেক খোঁজ করল কিন্তু কোন খোঁজই সে পেল না—সেদিন যখন ছোট্ট একটা অঘটনের মাঝে গাঁয়ের পথে দেখা হ'ল জ্যোৎস্নার সঙ্গে সে চিনতে পারল না নিজের স্ত্রীকে, বা রাজ্যেশ্বরকে। সে আশ্চর্য্য হ'ল—কেন এই অপরিচিত ভদ্রলোক তাকে শুধু শুধু অপমান করে চলে গেল।

কালীনাথ তা'র ভুল ভেঙ্গে দিল, —বললে ভায়া উনিই তোমার শ্বশুর আর সোণাদাও বলে উঠলো ঐ দুগ্‌গো পিত্তিমের মত মেয়েটিই তার স্ত্রী।

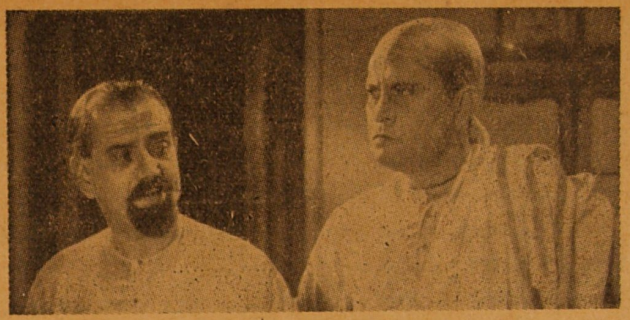

জ্যোৎস্না ভাবে, তা'র শান্ত প্রকৃতির বাবা, কেন অযথা এই ভদ্রলোকটিকে অপমান করলেন—আর তা'র মনে ভেসে আসে—'সে কোন জনমে তোমায় আমায় হয়েছিল পরিচয়।'

সুনীতি জিজ্ঞাসা করে জ্যোৎস্নাকে, তার বিয়ে হয়েছে কি না—জ্যোৎস্না বলে—শুনি ত বিয়ে হয় নি মীরাটে এতদিন ছিলাম কি না—সুনীতি আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে, এত বড় মেয়ে বিয়ে হয় নি।

রণেন যখন জানতে পারল, তার ঠাকুর্দ্দার অন্যায় অত্যাচারের কথা সে ছুটে এ'ল মাফ চাইতে শ্বশুরের কাছে, কিন্তু রাজ্যেশ্বর কোন কথাই শুনলেন না, তাড়িয়ে দিলেন তাঁর বাড়ী থেকে।

রণেন ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এল কলকাতায়, আর এদিকে কালীনাথ বেশ গুছিয়ে রাজ্যেশ্বরকে জানিয়ে দিল রণেন একজন বয়াটে।

রাজ্যেশ্বর মেয়ের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেন, তিনি মীরাট থেকে তাঁরই বন্ধু পুত্র বিমলকে আনালেন, জ্যোৎস্নার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে—ব্যারিষ্টার বিমল রায় চায় জ্যোৎস্নার সঙ্গ কিন্তু জ্যোৎস্নার মন সাড়া দেয় না বিমলের ডাকে—

রণেনের কিছুই ভাল লাগে না—কেবলই মনে পড়ে ফুলশয্যার রাতে আবছা দেখা একটা সুন্দর মুখ—মনের মাঝে মিলিয়ে দেখে জ্যোৎস্নাকে—তার চেয়েও সুন্দর। বন্ধু ভবেশ বলে, তোমার শ্বশুর তোমায় অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমায় স্বামী বলেই গ্রহণ করবে। রণেন ভাবে—হয়ত তাই হবে কিন্তু—এমন সময় ভবেশ বলে উঠলো, ওহে তোমার পাশের বস্তিতে খুনোখুনি, রণেন দেখা পেল তরলার, তা'র Sporting Club এর পুরাণো ছ[illegible]ার।

তাদের অভাবের কথা শুনে রণেন করল সাহায্য, [illegible] রল ভা[illegible]ল কিছু নিলে কিছু দিতে হয়।

বিমল বলে, জ্যোৎস্না! তোমার বাবা মীরাট থেকে আমায় আনে[illegible]মার সঙ্গে বিয়ে—হঠাৎ কাণে আসে রাজ্যেশ্বরের কণ্ঠে না—'না' আর তা'র সঙ্গে রণেনের অনুরোধ—

রাজ্যেশ্বর বলেন—কে তোমার স্ত্রী ? রণেন জবাব দেয়, আপনার মেয়ে। ছুটে এসে জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করে—বাবা ! এ কথা সত্যি ? রাজ্যেশ্বর বলেন, আমার মেয়ে কুমারী। রণেন প্রশ্ন করে জ্যোৎস্নাকে, জবাব পায় না—মর্ম্মাহত হয়ে তা'র বাড়ীতে ফিরে আসে।

জ্যোৎস্না শুনল পিসিমার কাছে যিনি এসেছিলেন তিনিই তা'র স্বামী, সে কুমারী নয়। হিন্দুর মেয়ে সে, এয়োস্ত্রীর লক্ষণ, সিঁদুর—মার আশীর্ব্বাদী সিঁদুর সে মাথায় দিল—গর্জ্জে উঠলেন, রাজ্যেশ্বর —"মুছে ফেল সিঁদুর"—জ্যোৎস্না বলে, "আপনি যা বলেন তা করতে প্রস্তুত, কিন্তু সিঁদুর তুলতে পারব না।" এগিয়ে এলেন রাজ্যেশ্বর সিঁদুর তুলে দিতে.....।

রণেন শোনে কালীনাথের কাছে জ্যোৎস্নার আবার বিয়ে, ঐ বিমল ব্যারিষ্টারের সঙ্গে, মন তা'র হয়ে উঠে অশান্ত তবু সে আশীর্ব্বাদ জানায় জ্যোৎস্নাকে.....।

রণেন বলে, তুমি পরস্ত্রী ! জ্যোৎস্না বলে, তুমি স্বামী হ'য়ে আমার অপমান করেছ। রণেন বলে, তোমায় আর আমি ছেড়ে দেব না—জ্যোৎস্না বলে, বাবাকে আর আঘাত দিতে সে পারবে না।

কালীনাথ সুযোগ বুঝে রণেন আর জ্যোৎস্নাকে ঘিরে তার বেড়াজাল বুনতে সুরু করে।

রণেন ভাবে, সে সর্ব্বহারা, কিসের তার বাঁধন। সারা ভারত ঘুরতে ঘুরতে যখন সে পৌঁছল, তা'র কাশীর বাড়ীতে, তখন আশ্চর্য্য হয় তরলাকে দেখে—

রণেন বলে, তরলা ! এ বাড়ীতে তোমার থাকা হ'তে পারে না। তরলা বলে, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

জ্যোৎস্না বলে—তাকে সুখী করতে পারলাম না, অথচ বাবাও আমাকে ভুল বুঝলেন।

সুনীতি বলে—এ ভুল তাঁর একদিন ভেঙ্গে যাবে।

কিন্তু রাজ্যেশ্বরের ভুল আর ভাঙ্গে না, তাঁর মন আরও কঠিন হয়। তিনি বলেন, "জানিস মাতু ! আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না—জেলে আমার বাবা মৃত্যুশয্যায়—মুখে এক ফোঁটা গঙ্গাজল দেবার লোক নেই,—আমি ছেলে আমায় টেনে বার করে দিল।"

মনের আনন্দে হয়ত তরলা তা'র ঘর-সংসার বাঁধছিল কিন্তু ধূমকেতুর মত আবির্ভাব হ'ল রিভলবার হাতে তারই ঠাকুরপো 'তারক'।

রণেন বলে, তারক তুমি আমায় ভুল বুঝো না।

তারক হেসে বলে, ভুল ! ভুলেরই মাশুল দিতে গুলি ছুটল—বুক পেতে নিজের প্রাণ দিয়ে তরলা বাঁচিয়ে দিল রণেনকে, মরবার সময় বলে গেল, আমার ঠাকুরপোকে বাঁচিও—রণেন ছিনিয়ে নিল তারকের হাত থেকে রিভলভার।

— তারপর —

একমাত্র পরিবেশক

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড,

রূপবাণী বিল্ডিংস ঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গ্রাম ঃ 'রূপবাণী' কলিকাতা।

পতিব্রতা

চিত্রের

সঙ্গীতাংশ

— ১ —

আহা—চাঁদ ভাঙ্গিয়া কেবা
ও তনু গড়িল গো
তেমতি বঁধুর তনু দেহ।
ও রূপ হেরিলে বুঝি, মদন মুরছা যায়
হেন রূপ দেখে নাই কেহ।
রূপের কথা আর তুলনা
শত চাঁদেও নাই তুলনা
হেন রূপ দেখে নাই কেহ॥
গোধূলি লগন ছিল
যমুনা পুলিনে সেই
দেখা হ'ল নয়নে নয়ন।
অধরে হাসিটি, বেণুখানি হাতে
শিরে দোলে শিখীপাখা—
তার ছবিটি, রাধার মরমে রহিল আঁকা—
সাধ যায় বাঁশী হই,
রাঙা অধরে তার হাসি হ'য়ে ফুটে রই।
জনমে জনমে তার শ্রীচরণে দাসী হ'ই॥

— ২ —

জ্যোৎস্না—
সে কোন জনমে তোমায় আমায় হ'য়েছিল পরিচয়
সেই স্মৃতি যেন এই জনমের নয়—
কবে হয়েছিল পরিচয়।

সুনীতি—
কবে ফুলবনে মধুরাতে, মোরা দুলেছিনু দু'জনাতে
খেলা ছলে কবে হ'য়েছিল—
দুটী হৃদয়ের বিনিময়।

জ্যোৎস্না—
সে দিনের স্মৃতি রাতের স্বপন প্রায়—
আজ তুমিও ভুলেছ, আমিও ভুলেছি হায়।

সুনীতি—
তবু কেন অকারণে,
আজও সেই কথা পড়ে মনে—

জ্যোৎস্না—
তবু কেন অকারণে,
আজও সেই কথা পড়ে মনে
তোমারেই শুধু খুঁজে ফেরে মোর
সাথীহারা এ হৃদয়।

জ্যোৎস্না ও সুনীতি—
তোমায় আমায় হ'য়েছিল পরিচয়।

— ৩ —

আমি সকালবেলার সূর্য্যমুখী
প্রথম পূজার ফুল,
অরুণ আলোয় মেলেছি মোর
হৃদয় মুকুল॥

এই যে আলো, এই যে আকাশ,
মোর দেবতার রূপের প্রকাশ,
তাঁর আরতির ছন্দে আমি,
আনন্দে দোদুল॥

অঞ্জলি মোর ভক্তিভরে
প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়ে,
আঁখির কোণে নীরব পূজার
দোলে শিশির দুল॥

— ৪ —

জ্যোৎস্না—
শুধু বিজনে আপনার মনে
স্বপনের ছবি আঁকা।
তারার লাগিয়া মাটির দীপের
মিছে পথ চেয়ে থাকা॥
যে আসে আমার দ্বারে
হৃদয় চাহে না তারে
আসে না যে জন কেন অণুক্ষণ
মনে মনে তারে ডাকে!

বিমল—
প্রিয় হে, মন যে আমার মানা নাহি মানে,
হৃদয় আমার কারে খুঁজে ফেরে
তোমার হৃদয় জানে জানে॥
তোমার মিলন লাগি,
মোর প্রেম রহে জাগি,
আমার প্রেমের শতদলে তাই
প্রেমের সুরভী মাখা॥
তারার লাগিয়া মাটির দীপের
শুধু পথ চেয়ে থাকা॥

— ৫ —

বনফুল তুলতে গিয়ে হ'ল একি জ্বালা লো
হ'ল একি জ্বালা।
গলাতে জড়িয়ে গেলো বিনি সুতোর মালা।
কালো চোখের তীর হেনে কে
বিঁধল পরাণ আড়াল থেকে লো—
চমকে দেখি কদম তলায়
হাসে চিকণ কালা লো
হাসে চিকণ কালা।

— ৬ —

আমি তোমার তরে কাঁদি গো
পাগলা বরের কনে—
কিসের তরে মনের কথা
লুকিয়ে আছ মনে।
আমি জানি গো জানি ওমা শিবাণী
পাড়ায় পাড়ায় তোমার কথা হয় কাণাকাণি—
বরকে তোমার পর ভেবে কেউ
কয়নি কথা তার সনে।
আমি দেখিনি এমন, তোমার ঝরে দু'নয়ন
বরের তরে বাপের ঘরে সরে না'ক মন—
পর যে ছিল আপন হ'ল
পর করিলে আপন জনে।

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড কর্ত্তৃক এই প্রোগ্রাম
পুস্তিকাখানির সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
লিমিটেড ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।